দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

102

শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার

বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তিনদিন অনশনের পর তারা আমরণ অনশনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রত্যাহার করা হয়েছে তথাকথিত শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি আহূত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট কর্মসূচী। উল্লেখ্য যে এই কর্মসূচীর ফলে দেশের অনেকগুলো বেসরকারী স্কুল–কলেজে পঠনপাঠনের পাট অনেকদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে মারাত্মক। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আগামী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীরা।

অনেকগুলো দাবি–দাওয়া নিয়ে বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকরা গত ১৮ই এপ্রিল অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। তখন এসএসসি পরীক্ষা আসন্ন ছিল। তাই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ধর্মঘটের জন্য ঐ সময় বেছে নেয়া হয়েছিল। সরকার শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নিলে শিক্ষকদের একটি অংশ কাজে যোগ দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করেন। শিক্ষকদের অপর অংশটি ধর্মঘট অব্যাহত রাখে। তাদের আহবানে গত ১১ই জুন থেকে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষকরা অবস্থান ধর্মঘট চালাতে থাকে। গত মঙ্গলবার তারা অর্ধদিবস হরতালও করে। আর বুধবার থেকে অনশন শুরু করে।

ধর্মঘটের অংশ হিসেবে শিক্ষকদের এক অংশ যশোর শিক্ষাবোর্ড ঘেরাও করে রাখে এবং এসএসসি পরীক্ষার খাতা গ্রহণে শিক্ষকদের বাধা দেয়। অর্থাৎ পরীক্ষা বানচাল করতে ব্যর্থ হয়ে তারা পরীক্ষার ফল নির্ণয় ও প্রকাশকে অনিশ্চিত করে তুলবার প্রয়াস পেতে থাকে।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল সরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের সমান বেতন দান। এযাবৎকাল তারা ঐ বেতনের ৭০ ভাগ পেয়ে আসছে। বাকি ৩০ ভাগের দাবি জানিয়েছিল তারা। এই দাবিটি কতটা সঙ্গত তার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

অতীতে সরকার বেসরকারী স্কুল–কলেজে অতি সামান্য পরিমাণ থোক অর্থ দিতেন। তখনকার শিক্ষকরা ঐ সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা, অর্থ নয়— শিক্ষকতাই ছিল তাদের আদর্শ। উত্তরকালে সরকার বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের জন্য শতাংশ হারে অনুদান বরাদ্দ করে। সেই অনুদান বাড়তে বাড়তে এখন ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু এতেও একশ্রেণীর শিক্ষক তুষ্ট নয়। তারা সরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের সমান বেতন দাবি করতে থাকে। এর অর্থ হল স্কুল বেসরকারী হলেও তার পুরো ব্যয় সরকারকেই মেটাতে হবে। এই দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত?

এখানে মনে রাখা দরকার যে সরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের যোগ্যতার একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হয়। একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। সর্বোপরি তাদের কর্মকমিশনের মোকাবিলা করতে হয়। সুতরাং সরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের মানের সঙ্গে বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের মানের তুলনা করা যায় না— অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যায় না। সুতরাং তাদের সমান বেতনলাভের দাবিকে কোন বিচারেই সঙ্গত বলা যায় না। তা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষকদের বেতন শতকরা আরো ৫ ভাগ বাড়িয়ে দেবার ঘোষণা দিয়েছেন, শিক্ষকদের মেডিক্যাল ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং টাইম স্কেল ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এতেও ধর্মঘটী শিক্ষকদের মন ভরেনি। ভরবার কথাও নয়। কেননা, তাদের ধর্মঘট ও অনশন যতটা না দাবি–দাওয়া আদায়ের জন্য, তার চাইতে অনেক বেশী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একশ্রেণীর বিরোধীদল তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষকদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। আর ঠিক এই কারণেই শিক্ষকদের ধর্মঘট ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন যেমন পায়নি তেমনি পায়নি জনগণের সমর্থন। আর জনসমর্থনহীন আন্দোলনের পরিণাম যা হয়, শিক্ষকদের ধর্মঘট ও অনশনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কর্মসূচী প্রত্যাহার করতে হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ধর্মঘটের এই নেতিবাচক ফল তাদের প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যতে তারা এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্ররোচিত কোন আন্দোলনের ফাঁদে পা দেবে না।